রূপে উল্লেখ করা হইল। সেই নমস্কার অঙ্গটিকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনরূপেও অতিদেশ করা আছে। নরসিংহপুরাণে উল্লেখ আছে—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে নমস্কারই উত্তমযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একবার সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়। সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বন্দনাঙ্গটি ১০।১৪।৮ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—তাহাই দেখান হইতেছে। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে নাথ! যেহেতু নিখিলগুণের আকর যে তুমি, সেই তোমার গুণের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে—সেইজন্য যে জন একমাত্র তোমারই কৃপার প্রতি সুন্দর দৃষ্টি রাখিয়া নিজকৃত বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং কায়, বাক্য ও মনে তোমায় নমস্কার করে, অর্থাৎ যখনই সুখ বা দুঃখভোগ উপস্থিত হয়, তখন প্রতিভোগকালেই যে জন মনে করে—ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা ; কারণ নিজ কৃতকর্ম্মের ফলভোগের অবসান না হইলে, নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণলাভের সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীপ্রভু সুখভোগের দ্বারা আমার পুণ্যবন্ধন ক্ষয় এবং দুঃখভোগের দ্বারা আমার পাপবন্ধনক্ষয় করাইতেছেন। দুঃখেও উদ্বিগ্নমনা হয় না বা সুখভোগেও কোন স্পৃহা রাখে না, কিন্তু প্রতি কার্য্যেই চাতক যেমন নবীন মেঘমুক্ত জল পাইবার আশায় তাকাইয়া থাকে, তেমনই অপার করুণাময় তোমার কৃপা কবে পাইব—এই আশায় যে জন জীবনধারণ করে, সেই জনের সম্বন্ধে মুক্তিপদে ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তির ন্যায় দায়ভাগ অনুসারে তুমি দায়ী হইয়া থাক।" এস্থানে একটা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে—ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তির মূর্খ, বিজ্ঞ, নাবালক প্রভৃতি সকল সন্তানই যেমন অধিকারী, তেমনই ভক্ত, অভক্ত, প্রাচীন, নবীন সকলেই আমার চরণ-সম্পত্তি পাইবার জন্য দাবী করিতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবৃত্তি করিবার জন্য বলিলেন—"যো জীবেত" অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে সকলেই অধিকারী বটে, কিন্তু মৃতপুত্র যেমন অধিকারী নয়, সেইপ্রকার যে জীব বাঁচিয়া আছে, সেই জীবই তোমার চরণসম্পত্তি পাইবার দাবী করিতে পারে। এখানে বাঁচা শব্দের অর্থ ভজন অনুষ্ঠানে থাকা ; অর্থাৎ যে জন তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি করিতেছে, সেই জনই বাঁচিয়া আছে ; অন্যথা জীবচ্ছব, জীয়ন্তে মরা। তাৎপর্য্য এই যে—যে জীবনে ভগবৎভক্তির স্পন্দন নাই, সে জীবন শবতুল্য। মূল-শ্লোকে "মুক্তিপদ" শব্দ উল্লেখ থাকায়—আপাততঃ মনে হয়—যে জন শ্রীভগবৎ-কৃপার প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করে, সেই জন মুক্তিলাভে অধিকারী হয় ; এই নিবৃত্তির জন্য শ্রীজীবগোস্বামীপাদ মুক্তিপদশব্দের দুইপ্রকার অর্থ করিতেছেন। প্রথম অর্থ বিশ্বসর্গ বিসর্গ—এই দশটি পদার্থের মধ্যে নবমপদার্থরূপে যে মুক্তিকে